608

দৈনিক সংবাদ

তারিখ JAN. 12 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ঢাঃ বিঃ যৌন নিপীড়ন ঃ রিপোর্ট নিয়ে সিন্ডিকেট সভা

শাহীদুজ্জামানের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত ঃ শো'কজ করা হচ্ছে

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের যৌন নিপীড়নের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির রিপোর্টের প্রেক্ষিতে নৈতিক স্খলনের দায়ে কেন তাকে চাকরি হতে বরখাস্ত করা হবে না– এ মর্মে কারণ দর্শাও নোটিশ দিচ্ছে সিন্ডিকেট। এছাড়া শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা–কর্মচারীসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল সদস্যের আচরণবিধি প্রণয়নসহ প্রক্টরিয়াল রুলকে আধুনিক ও সময়োপযোগী করার সুপারিশ করা হয়েছে। এ জন্য ৬ সদস্যের একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার উপাচার্য অধ্যাপক এ, কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়।

সূত্র জানায়, চার্জ গঠনের পর অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের বিরুদ্ধে ৩ সদস্যের এক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হবে। এ ট্রাইব্যুনাল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে। এ কমিটিতে একজন সিন্ডিকেট সদস্য, একজন সিনেট সদস্য এবং অভিযুক্ত শিক্ষকের একজন প্রতিনিধি থাকবে। এর আগে চার্জ গঠনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতোপূর্বে গঠিত তথ্য অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট, সুপারিশও সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের জন্য ৫ সদস্যের কমিটি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অভিযুক্ত শিক্ষক বা তার একজন প্রতিনিধিও রাখা হবে। বাকি ৪ জন বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সদস্য। গতকাল গঠিত এ কমিটির আহ্বায়ক হচ্ছেন, ব্যারিস্টার শওকত আলী, সদস্যরা হলেন এডভোকেট সৈয়দ আহমেদ, কাজী আফরোজ জাহান আরা এবং ডঃ মইবুত আলী খান।

এ কমিটির কাজ হচ্ছে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ উল্লেখ করে তার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা, অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানকে কেন চাকরি হতে বরখাস্ত করা হবে না এ মর্মে কারণ দর্শাও নোটিশ দেয়া। কারণ দর্শাও নোটিশ দেয়ার ৭ দিনের মধ্যে অভিযুক্তকে জবাব দিতে হবে।

এ কমিটি সিন্ডিকেটের একটি প্রতিনিধি কমিটি। এ তদন্ত কমিটিতে অভিযুক্ত শাহীদুজ্জামানের প্রতিনিধি মনোনয়ন দেয়ার জন্য রেজিস্ট্রার শাহীদুজ্জামানকে চিঠি দেবে।

সভা সূত্র জানায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের বিরুদ্ধে দু'জন ছাত্রী যে অভিযোগ এনেছে, তা সত্য বলে সিন্ডিকেট সিদ্ধান্ত দিয়েছে। অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের বিরুদ্ধে অশিক্ষকসুলভ, অশোভন শিক্ষক ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৬

শিক্ষকঃ অভিযোগ প্রমাণিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ও অশালীন আচরণের অভিযোগে তাকে নৈতিক স্খলনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

গতকাল অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল রুলকে সময়োপযোগী ও আধুনিক করার জন্য ৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন কর হয়েছে।

অধ্যাপক মোমিন চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে এ কমিটির অন্যান্য সদস্য হলেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আ, ফ, ম ইউসুফ হায়দার, সিন্ডিকেটের সদস্য অধ্যাপক শহীদ আখতার হুসাইন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহমুদা ইসলাম এবং সদস্য সচিব প্রক্টর অধ্যাপক এ কেএম নুর–উন–নবী। কমিটির প্রক্টরিয়াল রুলকে সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে তা সময়োপযোগী ও আধুনিক করা। একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর আচরণবিধি প্রণয়ন করবে।

উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের ক্যালেন্ডার পার্ট–২তে যে প্রক্টরিয়াল বিধি অন্তর্ভুক্ত হয় তা এবারই প্রথম সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

সিন্ডিকেটের সভাশেষে গতকাল সোমবার অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের সাথে টেলিফোনে আলাপকালে তিনি 'সংবাদ'কে বলেন, তার আইনবীজীরা তাকে প্রেসের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

কারণ দর্শাও নোটিশের ব্যাপারে তিনি বলেন, নোটিশ পাওয়ার পর ভেবে দেখবেন জবাব দেবেন কিনা। তিনি বলেন, তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে সে ধরনের কোন ঘটনাই ঘটেনি। তারপরও অভিযোগ প্রমাণিত হয় কিভাবে তা তিনি জানেন না।

সিন্ডিকেট গঠিত তদন্ত কমিটিতে তিনি বা তার কোন প্রতিনিধি থাকবেন কিনা তা এখনো ভেবে দেখেননি বলে জানান।